সংবাদ

তারিখ 21 JUN 2010
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

রংপুরে ৪ লাখ শিক্ষার্থীর ভাগ্যে

এখনও বোর্ডের বই জোটেনি!

রাজধানীর একটি দৈনিকে গত রোববার প্রকাশিত একটি খবরে বলা হয়েছে, শিক্ষাবর্ষের সাড়ে পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত রংপুরের মাধ্যমিক স্তরের ৪ লাখ শিক্ষার্থীর হাতে শিক্ষা বিভাগ বই পৌঁছাতে পারেনি। ফলে জেলার বেশিরভাগ শিক্ষার্থী নাকি প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। শিক্ষায় তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এ এলাকার শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

রংপুর জেলা শিক্ষা অফিস থেকে বলা হচ্ছে, ২০১০ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে মাধ্যমিক স্তরের জন্য ১৪ লাখ ১৮ হাজার ৭১১ সেটের চাহিদা দেয়া হয়। শিক্ষা কর্মকর্তারা বলেন, ২০০৯ সালের হিসাব অনুযায়ী চলতি শিক্ষাবর্ষের জন্য বই বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিল এবং সেসব বই যথাসময়ে পাওয়াও গিয়েছিল। কিন্তু চলতি বছরে প্রায় ৪ লাখ শিক্ষার্থী বেড়ে যায়। এর মধ্যে ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে সবচেয়ে বেশি।

ধারণা করা হচ্ছে, বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেয়া হবে এ খবরে অনেক দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এ বাড়তি শিক্ষার্থীরাই নাকি এখন পর্যন্ত বোর্ডের বই পায়নি। বই ছাড়া সাময়িক পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কেউ কেউ অনেক বিষয়েই অকৃতকার্য হয়েছে। অনেকে আবার প্রথম সাময়িকী পরীক্ষায় অংশই নেয়নি। পাঠ্যবই ছাড়া শিক্ষা জীবন চালিয়ে গেলে শিক্ষার মানের যেমন অবনতি হবে, তেমনি বার্ষিক পরীক্ষাতেও পাস করা কঠিন হবে।

এ প্রসঙ্গে দু'দিকে কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। যেসব বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বেড়েছে, তাদের সংখ্যা এবং তাদের জন্য বাড়তি পাঠ্যবইয়ের চাহিদা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে বোর্ডের কাছে পাঠানোর কথা। আর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দ্রুত সব বিদ্যালয়ের বাড়তি চাহিদা পাঠ্যবই বোর্ডের কাছে জরুরি ভিত্তিতে পাঠানোর আবেদন করা উচিত ছিল। এ বাড়তি চাহিদার ব্যাপারে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কোন উচ্চবাচ্য করেননি। এখন শিক্ষাবর্ষের প্রায় অর্ধেক চলে গেছে; এখনও পাঠ্যবই না পাওয়া নিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা কিংবা স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তারা উদ্বিগ্ন বলে মনে হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের ভাল-মন্দের ওপরই এসব কর্মকর্তাদের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করছে। এ ব্যাপারে শুধু জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডই নয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকেও বক্তব্য আসা উচিত। তেমনি রংপুরের বাইরে দেশের অন্যান্য জেলাতেও পাঠ্যবইয়ের ঘাটতি আছে কি-না সে বিষয়টি খুঁজে বের করে ব্যবস্থা নেয়াটা বাঞ্ছনীয় হবে।